মেহেরপুরে মিষ্টি ও ফল ব্যবসায়ীর জরিমানা

মেহেরপুর বড়বাজারে অভিযান চালিয়ে মিষ্টি মুখ ও আসিফ ফল ভান্ডার নামের দুটি প্রতিষ্ঠানের ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার (২০ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মেহেরপুর ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন।তাঁকে সহযোগীতা করেন জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: আব্দুর রাজ্জাক এবং মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি টিম।

সজল আহমেদ জানান, মেহেরপুর শহরের বড়বাজারে মিষ্টি মুখের কারখানা, আসিফ ফলের দোকানে পরিচালনা করা হয়। মেহেরপুর মিষ্টি মুখের কারখানায় অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে মিষ্টি তৈরি, ফ্রিজে বাসি-পচা মিষ্টি সংরক্ষণ, কর্মচারিদের স্বাস্থ্যবিধি না মানা, দইয়ে মেয়াদ মুল্য ইত্যাদি না দেয়া, মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয়সহ নানা অনিয়মের অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজার মো: আব্দুর রশিদকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৩ ও ৫১ ধারায় ২০ হাজার টাকা এবং মেসার্স অসিফ ফল ভান্ডারের মালিক মো: আহসান খানকে ফ্রিজে ও র্যাকে প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের অপরাধে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় অন্যান্য ব্যবসায়ী আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনা, মুল্যতালিকা প্রদর্শন ও ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ করা এবং অতিরিক্ত দাম নেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয় ও সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

গাংনীতে আমৃত সাজাপ্রাপ্ত

আসামি রিপনকে পাবনা থেকে গ্রেফতার

হত্যা মামলায় আমৃতপ্রাপ্ত আসামি রিপন আলী (৪৫)কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে পাবনা শহরের বড়বাজার এলাকায় গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে রিপন আলীকে গ্রেফতার করে।

আজ মঙ্গলবার (২০ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজিত কুমার নন্দী সাংবাদিকদের আনুষ্ঠানিকভাবে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শিমুল বিল্লাহ’র নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

রিপন আলী গাংনী উপজেলার আড়পাড়া গ্রামের আবু ছদ্দীনের ছেলে। তার নামের মামলা নং এস/সি, ০৬/২০০৮। ধারা ৩০২,৩২৪ প্যানেল কোড। আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে রিপন আলীকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জানা গেছে, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে ২০০৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি গাংনী উপজেলার আড়পাড়া গ্রামের আবু ছদ্দীনের ছেলে রিপন আলী ও প্রতিবেশী মহাসিন আলীর মধ্যে বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এসময় মহাসিন আলী গুরুতরভাবে আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নেন। চিকিৎসাধীন থাকার পরের দিন রাতে মারা যান তিনি।

নিহত মহাসিন আলীর ভাই বাদি হয়ে রিপন আলীকে প্রধান ও তার বোন জাহানারা খাতুনসহ ৪ জনকে আসামি করে গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। এই মামলায় জাহানারা খাতুন দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন। পরে সে জামিনে মুক্ত হন। মামলার রায়ে ১ জন আসামীর বেকসুর খালাস দেন। এছাড়া প্রধান আসামি রিপন আলীকে আমৃত্যু কারাদন্ডসহ বাকী আসামীদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়। মামলার রায়ের পর থেকে রিপন পলাতক ছিল।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) মনোজিত কুমার নন্দী গ্রেফতারকৃত রিপনকে আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর আদালতে নেয়া হয়েছে।

দামুড়হুদায় প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেশের সম্পদ লুটপাট

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা টু মুজিবনগর মহাসড়কের পাশে থাকা সরকারি গাছের ডাল এবং গাছ কেটে দিনে দুপুরে পাঁচার হয়ে যাচ্ছে যেন দেখার কেউ নেই। প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেশের সম্পদ লুটপাট করে খাচ্ছে।

হাউলী ইউনিয়নের রুদ্রনগর গ্রামের মজিদের ছেলে মোঃ বিল্লাল হোসেন (৪০) নামের এই তরতাজা যুবক দেশের সম্পদ জনগণের সম্পদ লুটপাট করে খাচ্ছে। সে এবং তার কিছু সঙ্গ পাঙ্গ।

সরজমিনে খোঁজ খবর নিয়ে জানা যায় সে পেশায় একজন দেশের সম্পদ জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ কারী। যেখানে সরকারি মালামাল আছে সেখানে তার লুটপাট আছে। আর তাঁর পাশাপাশি লোক দেখানো পাখিভ্যান চালিয়ে মানুষকে দেখায় আমি সৎ উপার্জন করি। আসলে তিনি সৎ উপার্জন করেন না, তিনি অসৎ কাজে লিপ্ত থাকে এমনকি দুষ্টু পানি, কোমলপানিসহ, নানা ধরনের মাদকদ্রব্যে আসক্ত গ্রামের লোকজনের সাথে ভালো সম্পর্ক নাই এমনকি যাবতীয় দুষ্ট পানি পান করে গ্রামের লোকজনের সাথে দাঙ্গামা হাঙ্গামা করে, তাঁর ভয়ে গ্রামের কেউ কথা বলার সাহস পায় না ।

তিনাকে গ্রামের লোকজন বাঁধা দিতে গেলে তিনি বলেন আমি কাউকে তোয়াক্কা করি না, আমার ভাই অমক আমার ভাই তমুক আমার পিছনে বড় বড় লোকের হাত আছে। এমনকি আমি প্রশাসন কেউও তোয়াক্কা করি না। আমি জেল জরিমানার ও ভয় করি না, জেলখানা আমার শশুর বাড়ির মতো, সকালে গেলে বিকালে বাড়ি চলে আসবো ইত্যাদি ইত্যাদি ।

বিষয়টি দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা কে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ জানাচ্ছি দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসীসহ সচেতন মহল।

ভেড়ামারায় অবৈধ প্রক্রিয়ায় গুড় তৈরী: দুইটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় অবৈধ প্রক্রিয়ায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গুড় প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাত করায় দুইটি প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে উপজেলার জুনিয়াদহ বাজার ও মালিপাড়া এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

তিনি জানান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গুড় সংরক্ষণ, অবৈধ প্রক্রিয়ায় আখের গুড় তৈরির অপরাধে ভেড়ামারা উপজেলার জুনিয়াদহ বাজার ও মালিপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে রানা গুড় আড়ৎ এর মালিক আব্দুল গনিকে ৩০ হাজার টাকা এবং আরব আলী গুড়ের কারখানা মালিককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। একইসাথে প্রক্রিয়াজাত করা গুড় ধ্বংস করা হয়।

তিনি আরও বলেন, অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি হয় এমন কোনো প্রক্রিয়া- যা আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিম্নমানের গুড় তৈরি যারা করেন তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চলবে বলেও জানান তিনি।

এসময় জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ আরাফাত আলী এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় ৪৬ বোতল ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

দামুড়হুদায় মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৪৬ বোতল ফেনসিডিলসহ একটি পিকআপ আটক করেছে পুলিশ। এ সময় মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামের নোয়াজ্জেস মিয়ার ছেলে মাসুদ রানাকে (৪৫) আটক করা হয়।গতকাল রোববার (১৮ ফেব্রুয়ারি) রাত ১১টার দিকে এ অভিযান চালায় পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আরএম ফয়জুর রহমান এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানান, গতকাল রোববার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি আলমগীর কবিরের নেতৃত্বে কার্পাসডাঙ্গা ক্যাম্পের একদল পুলিশ মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় রাত সাড়ে ১১টার দিকে কানাইডাঙ্গা গ্রামের কবরস্থান মোড়ে সুবলপুরগামী পাকা রাস্তার ওপর হতে ৪৫ বোতল ফেনসিডিল ও একটি পিকআপসহ মাসুদ রানাকে আটক করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি আলমগীর কবির জানান, আটককৃত আসামির বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদক আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

৪৩ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ আক্তারুল মোল্লা (৪৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) গাংনী ক্যাম্প।

আটক আক্তারুল মোল্লা কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার পারগোয়ালগ্রামের সামসুল মোল্লা ওরফে ভুলুর ছেলে।

আজ সোমবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) সকালের দিকে গাংনী উপজেলার মোমিনপুর



গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে ফেনসিডিল সহ আটক করেন।
র্যাব-১২ সিপিস-৩ গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার মনিরুজ্জামান আজ সোমবার বেলা ১২ টার সময় ক্যাম্পের হলরুমে প্রেসব্রিফ করে এই তথ্য জানান।

সহকারী পুলিশ সুপার মনিরুজ্জামান বলেন, ফেনসিডিল পাচার হচ্ছে এমন সংবাদ পেয়ে র্যাবের একটি টিম মোমিনপুর গ্রামে অভিযান চালায়। আক্তারুল মোল্লা ফেনসিডিল নিয়ে যাওয়ার সময় তাকে চ্যালেঞ্জ করলে ফেনসিডিল ফেলে পালিয়ে যাওয়ার সময় র্যাব সদস্যরা ধরে ফেলে।

আটক আক্তারুল মোল্লা ও তার আপন মামা গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে তাইজেল (৫৫) দীর্ঘদিন যাবৎ ভারত থেকে চোরাই পথে মাদক নিয়ে এসে এলাকায় বিক্রি করে আসছিলেন। ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১)সারণীর ১৪(খ)৪১ ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নং ২৫, তারিখ ১৯/০২/২৪ ইং। আসামি আক্তারুল মোল্লাকে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

এছাড়া মামলার অপর আসামি তাইজেল ইসলামকে গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত আছে বলে জানান র্যাব কর্মকর্তা।

গাংনীতে ফলের ক্যারেটে মিললো ১৩৫ বোতল ফেনসিডিল, যুবক আটক

১৩৫ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ জনি(২১) নামের এক কিশোরকে আটক করেছে গাংনীর বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প।

আজ সোমবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০ টার সময় গাংনী উপজেলার বামন্দী বাসস্ট্যান্ডের ওয়াল্টন শো-রুমের সামনে অভিযান চালিয়ে তাকে ফেনসিডিলসহ আটক করা হয়।

আটক জনি কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার বাহিরমাদি গ্রামের আব্দুল গনি মন্ডলের ছেলে।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) শরীফের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন।

এসআই শরীফ জানান, ফেনসিডিলের একটি চালান ঢাকার উদ্দেশ্য যাচ্ছে এমন সংবাদ পেয়ে বামন্দী বাসস্ট্যান্ডে অভিযান চালানো হয়। ঢাকার উদ্দেশ্য যাওয়ার জন্য ফেনসিডিল ভর্তি ফলের ক্যারেট নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছিলো জনি।

ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই মামলার আসামি জনিকে আজ সোমবার দুপুরের দিকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গাঁজাসহ একজন আটক

১০০ গ্রাম গাঁজাসহ আলাউদ্দিন ওরফে আলা (৫০) নামের এক মাদক কারবারী আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আলাউদ্দিন গাংনী উপজেলার হিন্দা গ্রামের ভিটাপাড়া এলাকার পাচু মন্ডলের ছেলে।

গতকাল রবিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে তার নিজ বাড়িতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে ১০০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করেন।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজিত কুমার নন্দী এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহীন মিয়া সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন।

এই ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে গাংনী থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটা নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। আসামি আলাউদ্দিনকে আজ সোমবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে বলে জানান তদন্ত অফিসার মনোজিত কুমার নন্দী।

গাংনীতে মাদক মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

মাদক মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মো: কাবেল হোসেন ওরফে কাবিল (৬০) গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গতকাল রবিবার দিবাগত রাত সাতটার দিকে তার নিজ বাড়ি হাড়াভাঙ্গা গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত কাবিল গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের ফরাজীপাড়া এলাকার মৃত আমির ফরাজীর ছেলে।
গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজিত কুমার নন্দী এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তদন্ত অফিসার মনোজিত কুমার নন্দীর নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) আলী শেখ ও সঙ্গীয় ফোর্স গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

কাবেল হোসেন ওরফে কাবিলের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার মামলা ৩৭ নম্বর মামলা, তারিখ ২৯/০৮/১৮ মামলায় কুষ্টিয়ার জেলা ও দায়রা জ্বজ আদালতের বিচারক তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমান করেন। ওই সময় থেকে পলাতক ছিলেন কাবেল হোসেন।

গ্রেফতাকৃত কাবেল হোসেনকে আজ সোমবার সকালের দিকে কুষ্টিয়া আদালতে নেওয়া হবে।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার আকন্দবাড়িয়া রায়পাড়ার ইমরান হোসেন পিল্টু (২৮) কে ১২ বোতল ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত পিল্টু দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া রায়পড়ার ইস্রাফিলের ছেলে।

জানাযায়, আজ রবিবার বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা আলহেরা স্কুলের পিছনে।

এ সময় দর্শনা থানার এস আই ফাহিম হোসেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের সামাদের ভুট্টা ক্ষেতের ভিতর থেকে ইমরান হোসেন পিল্টুকে ১২ বোতল ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদক আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।